দৈনিক সংবাদ

143

তারিখ 19 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

এসএসসির দ্বিতীয় দিনে বহিষ্কার ৩ হাজার

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ৭ শিক্ষক গ্রেফতার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল শনিবার এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে সারাদেশে প্রায় ৩ হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকল সরবরাহের দায়ে নীলফামারীর জলঢাকা, পটুয়খালীর মির্জাগঞ্জ, কুষ্টিয়ার মিরপুর এবং ফেনীর সোনাগাজীতে ৭ জন শিক্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করে। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে গতকাল প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১১শ' ১২ জন, কুমিল্লায় ১শ' ৯৬ জন, রাজশাহীতে ৯শ' ৩৯ জন, যশোরে ৩শ' ৪৭ জন এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ২শ' ৩৭ জন রয়েছে।

এসএসসি ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৫

এসএসসি ঃ দ্বিতীয় দিনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কুষ্টিয়ার মিরপুরে নকল সরবরাহের দায়ে একজন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হলে পরীক্ষা চলাকালেই বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কেন্দ্র ভাঙচুর করে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের লাঠিচার্জ করলে ৭ জন ছাত্র আহত হয়। পরে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

সিরাজগঞ্জের গান্ধাইনি উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে একজন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ১১ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পটুয়াখালীর গলাচিপায় পরীক্ষা কেন্দ্রে জারিকৃত ১৪৪ ধারা লংঘন করার দায়ে পুলিশের সাথে একজন ছাত্রনেতার সংঘর্ষ হয়। সাঁথিয়ার দৌলতপুরে ১২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারেনি।

ঢাকা বোর্ডে ১৫টি জেলায় ১১শ' ১২ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। এদের মধ্যে টাঙ্গাইলে ২শ' ১০ জন, নেত্রকোনায় ২শ' ৩৬, মানিকগঞ্জে ৬৭, শেরপুরে ৬১, ফরিদপুরে ৬৭, মাদারীপুরে ৬৯, শরীয়তপুরে ৫৪, নরসিংদীতে ৯১, ঢাকায় ৫, মুন্সিগঞ্জে ৬৬, জামালপুরে ৭১, ময়মনসিংহে ৩৯, নারায়ণগঞ্জে, ১৬, গোপালগঞ্জে ২৮ এবং রাজবাড়িতে ২২ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়।

রাজশাহী থেকে সংবাদ প্রতিনিধি ঃ রাজশাহী বোর্ডের অধীন ১৬টি জেলার মধ্যে ৯টি জেলায় মোটি ৯শ' ৩৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। জেলাওয়ারী বহিষ্কারের হিসেবঃ গাইবান্ধা ১০৬, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৭৮, জয়পুরহাট ৬১, রংপুর ১২২, রাজশাহী ১৩১, সিরাজগঞ্জ ১১০, নীলফামারী ১২২, পাবনা ৯৪ ও নওগাঁয় ১১৫ জন।

যশোর বোর্ডের ১৫টি জেলায় ৩শ' ৪৭ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে ঝালকাঠি ৩০, বরগুনা ২৫, খুলনা ৮৫, পটুয়াখালী ২৬, যশোর ৪০, নড়াইল ৫, মাগুরা ৯, ঝিনাইদহ ৩৫, চুয়াডাঙ্গা ১৭, কুষ্টিয়া ৩৪, বরিশাল ২, পিরোজপুর ১৯, বাগেরহাট ৭, খুলনা ১২ ও সাতক্ষীরায় কয়েক জনকে বহিষ্কার করা হয়।

কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন জেলায় ১শ' ৯৬ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে কুমিল্লা ৮২, নোয়াখালী ৩৫ ও ফেনীতে ৭৯ জন রয়েছে।

সীতাকুন্ড থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান ঃ গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত এসএসসি'র ইংরেজি ২য় পত্রের প্রশ্নপত্রের সাথে বাজারে বিক্রি করা হাতে লেখা প্রশ্নপত্র অবিকল মিলে গেছে। শুধু তাই নয়, সীতাকুন্ডে এসএসসি'র সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এমন কথা সকলের মুখে মুখে। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে গত দু' দিনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে নজিরবিহীন শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে। হলে ঢোকার আগেই পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশির পরও ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষায় ৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে নকলের দায়ে।

এদিকে বাংলা ১ম পত্রের হাতে লেখা প্রশ্নপত্র (রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক) গতকাল শনিবার দেদার বেচাবিক্রি হয়েছে। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষার্থী–অভিভাবকদের প্রায় সকলেই প্রশ্নের পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরছেন।

চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জানান ঃ সীতাকুণ্ড এলাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা জেলা প্রশাসন ও পুলিশ স্বীকার করেছে। জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলাম ও শিক্ষা বোর্ড সহকারী কলেজ পরিদর্শক এস এম মুজাহিদ সমন্বয়ে ২ সদস্যের কমিটি গঠন করেছেন।

পাবনা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশকঃ সাঁথিয়া থানা সদরের দৌলতপুর ইমাম হোসেন একাডেমির ১২ জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করেও পরীক্ষা দিতে পারেনি। তারা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ শামসুদ্দৌলা টগরের বিরুদ্ধে সাঁথিয়া থানায় একটি জিডি করেছে এবং থানা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি অভিযোগপত্র পাঠিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং অন্য শিক্ষকরা ভয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, স্কুলটি জামাতের ইসলামীর ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত এবং সকল শিক্ষক জামাতের সদস্য।

নীলফামারী থেকে জেলা বার্তা পরিবেশকের ফোন ঃ জেলার জলঢাকা হাইস্কুল কেন্দ্র থেকে নকল সরবরাহের অভিযোগে ৪ জন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা হচ্ছেন আতিয়ার রহমান, মমতাজ উদ্দিন, আমিনুর রহমান ও আবু সুফিয়ান। এদেরকে জলঢাকা থানায় রাখা হয়েছে।

কুষ্টিয়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলার মিরপুর এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালে নকল সরবরাহের অভিযোগে বুড়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল খায়েরকে পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বরত পুলিশের সাব–ইন্সপেক্টর বেদম প্রহার করে। পরে তাকে মিরপুর থানায় সোপর্দ করা হয়। প্রতিবাদে পরীক্ষার্থীরা মিছিল বের করে এবং একপর্যায়ে পরীক্ষা কেন্দ্র ভাঙচুর করে। এ সময় মিরপুর থানা পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সময় ৭ জন ছাত্র আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে।

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতাঃ জেলার মির্জাগঞ্জ থানার সুবিদখালী কেন্দ্রে কর্তব্যে অবহেলা ও অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ঐ কেন্দ্রের হল সুপারের সহকারী এবং শ্রীনগর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হারুন–অর–রশীদকে বহিষ্কার করেছেন।